গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ
www.probashi.gov.bd

বিষয় ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) এর ৪র্থ তম সভা এবং অভিযান পরিচালনার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ।

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

স্থান : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স অভিযানে উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১.	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও সভাপতি, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপসচিব (মনিটরিং), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩.	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট) ও সদস্য সচিব, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪.	বেগম রুমানা রহমান শম্পা, সিনিয়র সহকারী সচিব ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৫.	জনাব এম. কে. হাসান মাহমুদ, সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬.	বেগম শামসুম মনিরা, সহকারী পরিচালক, এনএসআই
৭.	বেগম ফারজানা ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইমিগ্রেশন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ
৮.	লেঃ কমান্ডার শফিক উদ্দীন, জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড
৯.	জনাব মুজিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বিজিবি
১০.	জনাব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, যুগ্ম মহাসচিব, বায়রা
১১.	জনাব আসলাম খান, সেক্রেটারী জেনারেল, আটাব
১২.	জনাব মোঃ নাদিম রহমান, প্রিভেনশন ও কমিউনিকেশন ম্যানেজার, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল
১৩.	জনাব শেখ মুস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, বিএমইটি, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক

অদ্য ২৭-০৯-২০১৬ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকা রোজ মঙ্গলবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) ও ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের সভাপতি জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, তিনি সদ্য এ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন এবং এ অনুবিভাগের দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি দায়িত্ব পালনে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতি বলেন বর্তমানে VTF এর সদস্য সংখ্যা ২৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ নামে একটি আইন রয়েছে। উক্ত আইনের ৩২ ও ৩৫ ধারা মোতাবেক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সভার শুরুতে তিনি সবাইকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। পরিচয় পর্ব শেষে উন্মুক্ত আলোচনার আহবান করেন।

উপসচিব (মনিটরিং) বলেন ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স এর অভিযান পরিচালনা অত্র অনুবিভাগের একটি অন্যতম কাজ। তাছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ১৪টি অভিযান পরিচালনার টার্গেট দেয়া আছে। সে লক্ষ্যে প্রতি মাসে সভা এবং সভা পরবর্তী অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

বায়রার প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, অনেক রিক্রুটিং এজেন্সি আছে বায়রার সদস্যভূক্ত না হয়েও মন্ত্রণালয় থেকে লাইসেন্স নিচ্ছেন। বায়রার মেম্বারশীপ না নিয়ে এ ধরণের কোন প্রতিষ্ঠান অনিয়ম করলে পুরো দায় বায়রার উপর চলে আসে। বায়রার তখন কোন কিছু করণীয় থাকে না। রিক্রুটিং এজেন্সি সমন্বয়ে গঠিত বায়রা। বায়রার NOC ছাড়া কোন

রিক্রুটিং এজেন্সিকে লাইসেন্স প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স অভিযানের সফলতা বর্ণনা গিয়ে করতে বলেন, মালয়েশিয়ায় ছাত্র পাঠাবে মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিলবোর্ড টানানো হয়েছিল। গত মাসে আমাদের অভিযান পরিচালনার পরপরই ঐ বিজ্ঞাপন সম্বলিত বিলবোর্ড নামিয়ে ফেলা হয় এবং অঙ্গীকারনামা নেয়া হয়।

উইনরক ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধি জানান যে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনেকেই অবহিত নন। এ আইনসহ নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে সাধারন জনগণকে সচেতন করতে বিভাগীয় এবং জেলা শহরে ওয়ার্কশপ বা মতবিনিময় সভা করা যেতে পারে। মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযান প্রায়শ:ই ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ধরণের অভিযান ঢাকার বাইরে বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে একটি ওয়েলফেয়ার শাখা আছে। এ শাখার মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

কোস্টগার্ড প্রতিনিধি জানায় যে, নৌপথে যারা বিদেশে যেতে চায় তাদের হাতে কাগজপত্র ঠিক মতো থাকে না। তবে বিমানপথে যারা যায় তাদের হাতে কাগজপত্র থাকে তবে উদ্দেশ্যে অসৎ। যারা এসব কাগজপত্র যোগাড় করতে না পারে তারাই নৌপথে ধাবিত হচ্ছে মর্মে সভাকে জানান।

জনাব আসলাম খান, মহাসচিব, আটাব এর প্রতিনিধি বলেন, ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকায় মালয়েশিয়া যাওয়া যাবে। ১০০% চাকুরি নিশ্চিত। এ ধরণের বিজ্ঞাপন মোবাইলে এসএমএস মাধ্যমে প্রতিনিয়ত দিয়ে থাকে। এই চক্রটিকে খুজেঁ বের করতে হবে। এদের কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নেই বিধায় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এসএমএস পেলেই ইমিগ্রেশন প্রতিনিধিকে ফরোয়ার্ড করে থাকি। সিলেট জেলা প্রশাসককে জানিয়েছি। তারা মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার করছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে।

সহকারী পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক সভাকে জানান প্রতিদিনই Visit Visa, VP (Social) Visa. Student Visa-য় অনেক ব্যক্তি কর্মের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছে এবং প্রায়শ:ই প্রতারিত হয়ে ফিরে আসছে। আমাদের নজরে আসলে তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে থাকি।

টাস্কফোর্সের সভাপতি মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিরাপদ অভিবাসনে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি দেশে বায়রার কার্যক্রম এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণে বিদ্যমান বাজার সম্প্রসারণের বিভিন্ন বিষয় টাস্কফোর্সের প্রতিনিধিদেরকে অবহিত করেন। সভা শেষে নয়াপল্টন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্বে লাইফ ডায়াগনষ্টিক সেন্টার লিমিটেড, ৩৫/সি, নয়াপল্টন (৩য় তলা), ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০ এ সরেজমিনে পরির্দশন করলে দেখা যায় যিনি রক্তের স্যাম্পল কালেকশন করেন তিনি উক্ত কাজে অভিজ্ঞ নন এবং তার কোন কারিগরি প্রশিক্ষণ জ্ঞান নেই। দু'জন ডাক্তার পাওয়া যায়। তারা পেশাগত জ্ঞানে যথেষ্ট দূর্বল মর্মে প্রতীয়মান হয়। দূর্বল ব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীন পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে পুনরায় ছবি তোলা ও ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয়ে থাকে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩" এর ৩৫ ধারা মোতাবেক ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা জরিমানা করেন। এছাড়া সামিহা ইন্টারন্যাশনাল (আরএল নং-১২৩২) রিক্রুটিং এজেন্সিতে অভিযান পরিচালনাকালে দেখা যায় উক্ত অফিসে বিদেশগামী কোন কর্মীকে পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন বিষয় জানতে চাওয়া হলে প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরত জানান যে, শুধুমাত্র কর্মীদের টিকেট কেটে দেন। অন্য কোন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত নন। বিদেশে কর্মী প্রেরণে তাদেরকে আরও উদ্যোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। সভাপতি মহোদয় জানান এ বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য বিএমইটিকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভাকে জানিয়েছেন। সভা এবং অভিযান পরিচালনা শেষে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

<u>সুপারিশ:</u>

০১। যারা বিদেশে ছাত্র ভর্তির নামে শতভাগ চাকুরি প্রাপ্তির সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত এসএমএস পাঠান তাদের ঠিকানা খুজেঁ বের করতে হবে। এ ধরণের এসএমএস পাওয়া গেলে উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট) বরাবর ফরওয়ার্ড করার জন্য

অনুরোধ করা হলো। এদেরকে সমূলে মূল উৎপাটন করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কে অনুরোধ করা হলো।

০২। বিদেশে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সিকে লাইসেন্স দেয়া হয়। পটেনশিয়াল বাজার অন্বেষণ করে নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করা রিক্রুটিং এজেন্সির অন্যতম কাজ। অভিযান পরিচালনাকালে দেখা যায় কোন কোন রিক্রুটিং এজেন্সি শুধুমাত্র টিকেট বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ধরণের রিক্রুটিং এজেন্সিদেরকে বিদেশে কর্মী প্রেরণে মার্কেটিং করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বায়রাকে এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জন্য বলা হল।

০৩। জিসিসিভূক্ত দেশে গমণের পূর্বে গামকা কর্তৃক ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হয়। উক্ত পরীক্ষার পূর্বে প্রথমে গামকা অফিসে হাজির হয়ে ৩০০/- টাকা জমা দিয়ে ছবি তোলা হয় এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয়। গামকার নিজস্ব সফটওয়্যারের মাধ্যমে মেডিকেল টেস্ট সেন্টার নির্ধারিত হয়ে থাকে। উক্ত রিসিট/ রশিদ নিয়ে মেডিকেল টেস্ট করতে যাওয়া হয়। ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পুনরায় ছবি তোলা হয় ও ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয়। যেহেতু মেডিকেল চেকআপ এর পূর্বে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয় সেহেতু গামকা অফিসে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া এবং ছবি তোলার যৌক্তিকা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং সংশ্লিষ্ট বিদেশগামী কর্মীকে সরাসরি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে হয়রানি রোধে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। সচিব,প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, যুগ্ম-সচিব ,মনিটরিং ও এনফোর্সন্টে এর সমন্বয় এ বিষয়ে সভা করা যেতে পারে।

০৪। মেডিকেল টেস্টের জন্য ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ফি নেয়া হয়। নির্ধারিত এসব পরীক্ষার জন্য বাইরের যেকোন প্যাথলজীতে ১০০০-১৫০০ টাকার মধ্যে এসব টেস্ট করা সম্ভব মর্মে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) টিম মনে করে। অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হয় কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হল; এবং

০৫। বিদেশে কর্মী প্রেরণ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অধিক পরিমান মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
০২/০৯/২০১৬ খ্রিঃ
(মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)
ও
সভাপতি, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)
ফোন ঃ ৮৩৩৩৪২০।

নং-৪৯.০০.০০০০.০৫৫.৩১.০০২.১৬-২১৪.

তারিখঃ ০২-০৯-২০১৬ খ্রিঃ

বিতরণ ঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব এম কে হাসান মাহমুদ; সহকারী সচিব (সীমান্ত-৩)]।
০২। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (কনস্যুলার ও কল্যাণ)]।
০৩। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা [দৃঃ আঃ বেগম ইসরাত চৌধুরী, উপসচিব (সিএ অধিশাখা)]।
০৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ বেগম কোহিনূর নাহার, সহকারী সচিব)।
০৫। সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব মোঃ শাহজাহান আলী; উপসচিব (বাজেট)]।
০৬। মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা [দৃঃ আঃ জনাব মুজিবুল হক সিকদার, পরিচালক (অপারেশন পশ্চিম)]।
০৭। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, খিলগাঁও, ঢাকা [দৃঃ আঃ মোঃ সামছুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন)]।
০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, আগাঁরগাও, ঢাকা (দৃঃ আঃ লেঃ কমান্ডার শফিক উদ্দিন, জজ এডভোকেট জেনারেল)।
০৯। মহাপরিচালক, জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ বেগম শাহীনূর আক্তার, উপ-পরিচালক)।
১০। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃঃ আঃ ডাঃ মোঃ আমিনুল হক, উপ-পরিচালক)।

১১। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০ [দৃ: আ: জনাব এ.কে.এম. টিপু সুলতান, পরিচালক (বর্হিগমন)]।
১২। মহাপরিচালক, র‍্যাব ফোর্স, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১৩। অতিরিক্ত আইজিপি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা (দৃ: আ: বেগম ফারজানা ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইমিগ্রেশন)।
১৭। জনাব শাকিল মনসুর, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম),
১৪। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপসচিব (মনিটরিং), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। সিনিয়র সহকারী সচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। মোঃ মাহাবুবুল আলম, সি: প্রোগ্রাম ম্যানেজার, উইন-রক ইন্টারন্যাশনার, হাউজ নং-০২ (৩য় তলা), রোড নং-২৩/এ, গুলশান-১, ঢাকা। হাউজ # ১৩এ, রোড # ১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা।
১৮। সভাপতি, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, যুগ্ম মহাসচিব)।
১৯। সভাপতি, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (ATAB), সাত তারা সেন্টার (১৫তম তলা), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা (দৃ:আ: জনাব আবদুস সালাম আরেফ, যুগ্ম মহাসচিব ও জনাব আসলাম খান, মহাসচিব)।
২০। সভাপতি, ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TOAB), ৫/২(১ম তলা), সংসদ এভিনিউ, মনিপুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৫।
২১। সভাপতি, হজ্জ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB), সাত্তার সেন্টার (১৬ তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০।
২২। জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

অনুলিপিঃ কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, বায়রা, ১৩০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।
৪। প্রেসিডেন্ট/ সভাপতি, গামকা, বাড়ী নং-৪/এ, রোড নং-৯৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৯। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১০। অফিস কপি।

(মোঃ আখতারুজ্জামান)
উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট)
ও
সদস্য সচিব, ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স
ফোন নং-৯৩৫৬৮৭৬, ০১৭১৫-০১৬৪২২
ইমেইল: ankitakabid@yahoo.com